VISION

শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর খিলগাঁও, ঢাকা।

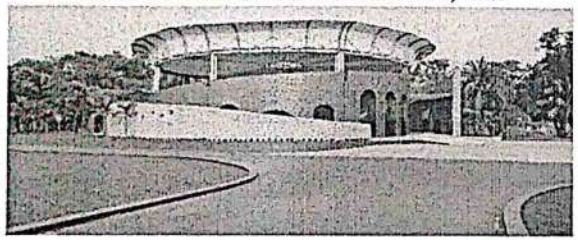

MISSION

গ্রামীণ বাংলাদেশ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণে শক্তি সঞ্চালন এবং জরুরী/যুদ্ধাবস্থায় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আভিযানিক দায়িত্ব পালন।

ফোন : ৭২১৪৯৩১, ৭২১৪৯৩২ (কন্ট্রোলরুম),
৭২১৪৯৫১-৫৬ (পিএবিএক্স)

ফ্যাক্স : ৭২১৪৯৫৯

ই-মেইল : info@ansarvdp.gov.bd
ansarvdp@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ansarvdp.gov.bd

প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী

১। গ্রাম ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা):

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম প্রতিরক্ষাদলের সদস্য/সদস্যাগণ ভিডিপি সংগঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং ভিডিপি প্লাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

- সংশ্লিষ্ট গ্রামের ৩২জন পুরুষ ও ৩২জন মহিলা সমন্বয় গঠিত ০২টি প্লাটুনের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- গ্রামের সুবিধাজনক স্থানে ১০(দশ) দিনের এই প্রশিক্ষণে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- একটি গ্রামে একবার এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
- প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে ১০দিন ১৫০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে ১৫০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা মূল্যের আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ০১টি শেয়ার ক্রয় করতে হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিত এক গ্রামের প্রশিক্ষণার্থীকে অন্য গ্রামে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।
- জেলা কমান্ড্যান্ট আর্থিক বছর শুরুর আগেই উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার সুপারিশ মোতাবেক গ্রাম নির্বাচন করেন।
- এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা প্লাটুন সমূহ পূর্নগঠিত হয়।

২। সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা):

এই প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে সদস্য ও সদস্যাগণ সাধারণ আনসার হিসাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন এবং অঙ্গীভূত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

- প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ ১০ সপ্তাহ
- জেলা সদরে প্রাথমিক পর্ব ১৪ দিন এবং ধারাবাহিকভাবে গাজীপুরের সফিপুর আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে চূড়ান্ত পর্ব ০৮ সপ্তাহ এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।
- আনসার আইন ১৯৯৫ এবং আনসার বাহিনী প্রবিধানমালা ১৯৯৬ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয়।

ক) বয়স ১৮ হতে ৩০ বছর।
খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম ৮ম শ্রেণি পাশ। তবে এসএসসি বা তদূর্ধ ডিগ্রী প্রার্থীগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
গ) উচ্চতা সর্বনিম্ন ৫ফুট-৪ইঞ্চি (পুরুষ) এবং ৫ফুট-৪ইঞ্চি (মহিলা)
ঘ) দৃষ্টি শক্তিঃ ৬/৬
(তবে ৫ফুট-৬ইঞ্চি বা তদুর্ধ উচ্চতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার হয়)।

- সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ এবং চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ প্রদান করা হয়।
- এই প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কেপিআই/গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য/সদস্যাগণ দুর্গাপুজা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের জন্য স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অঙ্গীভূত হয়ে থাকে।

৩। অন্যান্য পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগঃ

মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন আনসার-ভিডিপি সদস্য/সদস্যা স্বনির্ভর হবার সুযোগ পায়। আনসার-ভিডিপি সংগঠন প্রতি বছর বিভিন্ন ধরণের পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ সমূহ হলোঃ

- বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (আনসর-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষণ (আনসর-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ (আনসর-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং প্রশিক্ষণ (আনসর-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- ওয়েল্ডিং ৪জি প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- টাইলস সেটিং প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার মেরামত প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)
- সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ (মহিলা)
- সোয়াটার নিটিং প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)

- বেসিক ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান/কার্ডিওলজি/অনকোলজি প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)
- নকশি কাঁথা প্রশিক্ষণ (ভিডিপি সদস্যা)
- সেলাই প্রশিক্ষণ (ভিডিপি সদস্যা)

সাধারণ আনসার অঙ্গীভূতকরণের নিয়মাবলীঃ

৪। আনসার সদস্যের জন্যঃ

মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ০১জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা স্বনির্ভর হবার সুযোগ পায়। আনসার ও ভিডিপি সংগঠন প্রতি বছর নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ধরণের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

- ১০ সপ্তাহ মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর স্মার্ট কার্ডধারী সদস্যগণ আনসার ও ভিডিপি কেন্দ্রিয় ডাটা বেইজ প্যানেলভূক্ত হয়।
- বর্তমানে ০৩ বছরের জন্য সংস্থায় আনসার মোতায়েন করা হয় অর্থাৎ ০১জন আনসার অঙ্গীভূতির মেয়াদ এক নাগাড়ে ০৩ বছর।
- অঙ্গীভূতিকালে সমাপ্তির ০৬ মাস পর কোন আনসার পুনরায় অঙ্গীভূত হতে পারে।
- এক জেলার আনসার সদস্য তার নিজ জেলায় অঙ্গীভূত হতে পারবে না।
- জেলা কমান্ড্যান্ট কেন্দ্রিয় ডাটাবেইজের প্যানেলের ক্রমিক অনুযায়ী অফার প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সদস্যের মোবাইলে SMS প্রদান করে। SMS প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঐ সদস্য Yes লিখে ফিরতি SMS দিলে জেলা কমান্ড্যান্ট অঙ্গীভূতির আদেশ জরী করে থাকে।
- আনসার সদস্যদের অঙ্গীভূতির জন্য ফায়ারিং অভিজ্ঞতাসহ মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হয়।
- অঙ্গীভূতি হওয়ার জন্য প্যানেলভূক্তির নিমিত্তে নিম্নলিখিত যোগ্যতা প্রয়োজনঃ

  ক) বয়সঃ ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণি পাশ তবে তদূর্থদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। উচ্চতাঃ ৫ফুট-৪ইঞ্চি (পুরুষ), ৫ফুট-২ইঞ্চি (মহিলা) (অধিক উচ্চতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়)।বৈবাহিক অবস্থাঃ বিবাহিত/অবিবাহিত উভয়ই।

  খ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদ পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত কপি, সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ সনদ, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট, জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক অনাপত্তি পত্র (অন্য জেলার প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), ০৩ কপি পাসপোর্ট এবং ০৩ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি ইত্যাদি প্রয়োজন।
- যোগ্যতার ভিত্তিতে সংস্থায় আনসার অঙ্গীভূত করা হয় সুতরাং এ বিষয়ে আর্থিক লেনদেন দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- পিসি/এপিসি দৈনিক ভাতার ভিত্তিতে ৩০ দিনে ১৩৮০০ টাকা আনসার ৩০ দিনে ১৩০৫০ টাকা বেতন-ভাতা হিসাবে সমতল এলাকায় প্রাপ্ত হন। পার্বত্য এলাকায় পিসি/এপিসি দৈনিক ভাতার ভিত্তিতে ৩০ দিনে ১৫০০০ টাকা আনসার ৩০ দিনে ১৪২০০ টাকা বেতন-ভাতা হিসাবে প্রাপ্ত হন। এছাড়া পিসি/এপিসি ১০০০০ টাকা হারে ০২টি এবং আনসার ৯৭৫০ টাকা হারে ০২টি উৎসব বোনাস প্রাপ্ত হন।
- প্রত্যেক অঙ্গীভূত আনসার সরকারী নির্ধারিত হারে মাসে ২৮ কেজি গম, ২৮ কেজি চাল এবং ০২লিটার ভোজ্য তৈল ভতূর্কি মূল্যে প্রাপ্ত হন।
- মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য/সদস্যাগণ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারী চাকুরিতে নির্ধারিত ১০% কোটায় আবেদন করার সুযোগ পান।
- বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড থেকে সনদপত্র প্রাপ্তি
- দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা
- দূরুত্ব ভেদে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়া-আসার জন্য যাতায়াত ভাতা
- বিনামূল্যে আবাসন ব্যবস্থা।

৫। নিরাপত্তা সেবা প্রত্যাশী সংস্থার জন্যঃ

নিম্নেণাক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন প্রত্যাশী সংস্থা আনসার অঙ্গীভূত করতে পারেন।

- **ক। আবেদনঃ** কোন প্রত্যাশী সংস্থা জেলা কমান্ড্যান্ট এর দপ্তরে রক্ষিত নির্দিষ্ট আবেদন ছক পূরণ করে তাঁদের দাপ্তরিক লেটার হেড প্যাডের সাথে সংযুক্ত করে জেলা কমান্ড্যান্ট এর দপ্তরে আনসার অংগীভূতির অনুরোধ পত্র দাখিল করেন।
- **খ। পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণঃ** প্রত্যাশী সংস্থায় আনসার মোতায়েন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে ছাড়পত্র/অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।
- **গ। আনসার অংগীভূতকরণের সিদ্ধান্ত** যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক মতামত পাওয়া গেলে জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার অংগীভূত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- **ঘ। সংস্থা হতে বেতন ভাতাদি গ্রহণ ও পরিশোধঃ** কোন সংস্থায় আনসার অংগীভূত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর উক্ত সংস্থাকে নির্ধারিত হারে আনসারদের তিন মাসের বেতন-ভাতার সমপরিমান অর্থ অগ্রীম হিসাবে নগদ, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জেলা কমান্ড্যান্ট এর দপ্তরে জমা করতে হয়। এছাড়া মাসিক নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে হয়। প্রতি বছর নির্ধারিত হারে দু'টি উৎসব বোনাস অংগীভূত আনসারদেরকে প্রদান করতে হয়।
- **ঙ। ১৫%-২০% আনুষঙ্গিক অর্থঃ** আনসার প্রত্যাশী অস্ত্রবিহিন সংস্থা প্রত্যেক অংগীভূত আনসার সদস্যদের দৈনিক ভাতার ১০% এবং অস্ত্রসহ সংস্থা কর্তৃক ২০% আনুষঙ্গিক অর্থ জেলা কমান্ড্যান্ট এর নিকট প্রদান করবেন।
- **চ। অংগীভূতির মেয়াদকালঃ** প্রত্যাশী সংস্থা কমপক্ষে তিন মাসের জন্য আনসার নিয়োগ করবেন। সশস্ত্র হলে কমপক্ষে ১০ জন এবং নিরস্ত্র হলে ৬ জন আনসার অংগীভূত করা হয়।

৬। অন্যান্য সেবাঃ

- স্থানীয় প্রশাসন/সরকারের অনুরোধে দুর্যোগ মোবাবিলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কিংবা প্রয়োজনে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোতায়েন।
- জন্মনিয়ন্ত্রন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রতিটি গ্রামে বসবাসকারী বাহিনীর সদস্য সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা মোতায়েন।
- সরকারের জনকল্যাণমূলক যে কোন ক্যাম্পেইন (যেমন-ইপিআই কর্মসূচী, বিভিন্ন দিবস পালন ইত্যাদি) সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনবল মোতায়েন করা।
- নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা মোতায়েন।
- বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে আনসার অঙ্গীভূতকরণ।
- অন্যান্য যে কোন সরকারী/বেসরকারী সংস্থা/স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে চুক্তিভিত্তিতে আনসার অঙ্গীভূতকরণ।
- ব্যক্তিগত সম্পত্তি/স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে আগ্রহী ব্যক্তির চাহিদার প্রেক্ষিতে আনসার অঙ্গীভূতকরণ।